بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৮-১০/০২ | রবিবার, ২৯ শাওয়াল, ১৪৩৮ হিজরী | ২৩/০৭/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় খুনী মার্কিনীদের অনুপ্রবেশ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের নিরাপত্তা ও আধিপত্য রক্ষায় আমাদের সামরিক বাহিনীকে মার্কিন ঘৃণ্য স্বার্থে ব্যবহৃত হতে দেয়াকে প্রত্যাখ্যান করুন

সম্প্রতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Armed Services কমিটির একটি শক্তিশালী সিনেট প্যানেল, পেন্টাগণকে তার সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা পরিকল্পনা (Maritime Security Initiative) সম্প্রসারণ করে বাংলাদেশসহ আরও তিনটি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছে। এখন এটা সুস্পষ্ট হল যে, চলতি মাসের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ডের কমান্ডর এডমিরাল হেরি বি হ্যারিসের বাংলাদেশ সফর এবং শেখ হাসিনার সাথে তার সাক্ষাৎটি ছিল এই ঘৃণ্য পরিকল্পনারই অংশ। যদিও সংবাদ মাধ্যম এটিকে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং (বিপসট)-কে ৩.৬ মিলিয়ন ডলারের বহুজাতিক প্রশিক্ষণ সহায়তা সংক্রান্ত একটি আলোচনা হিসেবে উল্লেখ করেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেরি বি হ্যারিসের এই সফরটির উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিনীদের কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাতে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তা নিশ্চিত করা।

আমরা শেখ হাসিনাকে বলছি, বিষয়টি নিয়ে জনগণের সাথে প্রতারণা না করে জাতির সামনে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে । আমরা আরও প্রত্যক্ষ করছি, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মার্কিনীদের এই অনধিকার প্রবেশ সংক্রান্ত কোন খবরই আমাদের পরাধীন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে না। মিয়ানমার ও ভারতের সাথে শেখ হাসিনার তথাকথিত সমুদ্রজয়ের খবরগুলো যেভাবে ফলাওভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু রহস্যজনকভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রসীমা ইস্যুতে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ করছি। শেখ হাসিনাও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের শাসকদের ন্যায় একই পথে হাটছে, অর্থাৎ, সে ক্রুসেডার মার্কিনীদেরকে খুবই কৌশলের সাথে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সীমানায় প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে।

নব্য-ঔপনিবেশিকতাবাদের এই যুগে, আমরা জানি দূর্বৃত্ত মার্কিন বাহিনী যখন কোন মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করে, তারা একবারে নয় বরং বিভিন্ন ধাপে ধাপে প্রবেশ করে, যেমনটি ঘটেছিল ইরাক ও আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে। এই দুই মুসলিম দেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে মার্কিন সামরিক বাহিনী পুরোপুরি বিপর্যস্ত হওয়ার পর, তারা তাদের বৈদেশিক কৌশলগত বোঝা হালকা করার উপর জোর দেয় এবং তার কুখ্যাত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা, যৌথ সামরিক মহড়া ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদির নামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে, পাকিস্তান সরাসরি মার্কিনীদের কর্তৃক পরিকল্পিত নৈরাজ্য, অরাজকতা ও ধ্বংসের কবলে পড়ে। এবং দুঃখজনকভাবে এখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি, বাংলাদেশেও এই চিত্রের পুণরাবৃত্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের নিষ্ঠাবান এবং সাহসী মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান, এই মুসলিম ভূ-খন্ডের নিরাপত্তা এবং উম্মাহ্'র স্বার্থরক্ষায় অগ্রগামী হন। আমাদের এই মুসলিম ভূ-খন্ড ও প্রতিরক্ষা বাহিনীকে মার্কিনীদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হতে দিবেন না। দেশের মুসলিমগণ দক্ষতা ও মর্যাদার অধিকারী এই মুসলিম বাহিনীকে মার্কিন আধিপত্য ও স্বার্থরক্ষার ঢাল হিসেবে দেখতে চায় না। হে মুসলিম সেনাবাহিনী! ইসলামী দাওয়াহ্ ও খিলাফত রাষ্ট্রের ন্যায়বিচারকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে আপনাদের পূর্বপুরুষদের মহান দায়িত্ব ও ত্যাগের কথা স্মরণ করুন। একইভাবে, বর্তমানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আপনাদের দায়িত্ব রয়ে গেছে, যা হচ্ছে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মাহ্'র স্বার্থ সংরক্ষণ করা। আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল আপনাদেরকে তা অনুধাবনের তৌফিক দান করুন, যাতে আপনারা বাংলাদেশকে মার্কিনীদের আরেকটি বলিরপাঠা হওয়া এবং তাদের যুদ্ধ ও আগ্রাসনে বিলীন হওয়া হতে রক্ষা করতে পারেন, যেমনটি আমরা ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছি।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

"এবং তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহ্'র সামনে রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত, এমনকি তাদের কুটকৌশল যদি পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মত হয়।" [সূরা ইব্রাহীম: ৪৬]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ